কালকতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় ন্যায়বিচার অজয় কুমার মুখার্জি

২০১৫ সালের সি. ও. ৪৪২০

ডঃ অমর কৃষ্ণ রায় ও আরেকজন

বনাম

অভয় অডি ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য	শ্রী সন্দীপ কুমার দে
	শ্রী অনিরুদ্ধ পোদ্দার
	শ্রী অমিত চৌধুরী
অপর পক্ষের পক্ষে ১ সংখ্যা	শ্রী রাতুল দাস
	শ্রী সোহম সান্যাল
উত্তরদাতা কে. এম. সি-র পক্ষে	শ্রী অলোক কুমার ঘোষ
	শ্রী স্বপন কুমার দেবনাথ
মামলা শুনলেন	০৬.১০.২০২৩
রায়	**১৮.১০.২০২৩**

বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি,

১ বর্তমান আবেদনটি আবেদনকারী কর্তৃক তিনটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে পেশ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৯শে জুন ২০১৫-এর ৭২ নম্বর আদেশ, ৩০শে জুন ২০১৫-এর ৭৩ নম্বর আদেশ এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৫-এর ৭৪ নম্বর আদেশ, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ২০০৮ সালের ৭ নম্বর বি. টি আপিলের মাধ্যমে পাস করেছেন।

২ আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে আবেদনকারীরা হল সংখ্যা প্রাঙ্গণের মালিক। ৯০ক এবং ৯০খ, আনন্দ পালিত রোড, কনভেয়েন্সের নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে ক্রয়ের ভিত্তিতে। বিপরীত পক্ষের সংখ্যা১ প্রাঙ্গনের মালিক। ৯০খ আনন্দ পালিত রোড, এবং বিপরীত পক্ষের সংখ্যা১ এখানে প্রাঙ্গণ সংখ্যা ৯০খ হওয়ায় উল্লিখিত প্রাঙ্গনে অননুমোদিত নির্মাণ করেছে। পিটিশনকারীদের পক্ষে আরও দাবি করা হয়েছে যে উল্লিখিত প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণটি পিটিশনকারীদের অন্তর্গত, 1933 সালে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং বিভাজন পরিকল্পনা অনুসারে বলেন প্রাঙ্গনে সংখ্যা৯০খ এর ক্ষেত্রফল ১ কোটাহ ৩ চিটক জমি, বিভাজন পরিকল্পনার সময়সূচী অনুসারে বাটে এবং আবদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান বিপরীত দল সংখ্যা১ একটি দলিলের মাধ্যমে উক্ত প্রাঙ্গনে সংখ্যা ৯০খ এর মালিক হয়েছেন ৫ই মার্চ, ২০০৩ তারিখের পরিবহন।

৩ আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছেন যে বিরোধী পক্ষ সংখ্যা ১ কখনও কখনও ২০০৪ সালের আগস্টে উক্ত প্রাঙ্গণ সংখ্যা ৯০খ-তে উক্ত প্রাঙ্গণের আকৃতি, আকার এবং চরিত্র পরিবর্তন করে অননুমোদিত পদ্ধতিতে নির্মাণ শুরু করে এবং তার অধিকারের বাইরে তার দখলদারিত্বের এলাকা বাড়ানোর জন্য বিভাজনের প্রাচীরও ভেঙে দেয় এবং এর ফলে আবেদনকারীর প্রাঙ্গণ সংখ্যা ৯০ক এবং ৯ওগ-র ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

৪ পৌর কর্তৃপক্ষ এখানে আবেদনকারীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা সংখ্যা ১ হল ডি/কেস সংখ্যা ৩৫-ঘ/২০০৪-০৫। পক্ষগুলির কথা শোনার পর, বিশেষ আধিকারিক (ভবন) ১২ই জুন, ২০০০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিয়মিতকরণ ফি এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রদানের উপর অননুমোদিত নির্মাণ বজায় রাখার জন্য বিপরীত পক্ষ সংখ্যা ১-কে অনুমতি দেন।

৫ এখানে আবেদনকারী এই আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন ১২ শতাংশ জুলাই, ২০০৬ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবং শেষ পর্যন্ত এই আদালত সংশ্লিষ্ট পৌর ভবন ট্রাইব্যুনালে সংবিধিবদ্ধ আপিল দায়ের করার স্বাধীনতা প্রদান করে উক্ত রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করে। আবেদনকারীরা সেই অনুযায়ী ২০০৮ সালের বি. টি. সংখ্যা ৭-এ উপরোক্ত আপিল দায়ের করেন। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন আবেদনকারীরা দুটি আবেদন দায়ের করেছিলেন একটি ডিজিটাল মানচিত্র সরবরাহের জন্য এবং অন্যটি ২ '৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪-এর আদেশ প্রত্যাহারের জন্য। ১৯শে জুন, ২০১৫-এর বিতর্কিত আদেশ সংখ্যা ৭২ দ্বারা ডিজিটাল মানচিত্র সরবরাহের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং ৩০শে জুন, ২০১৫-এর আদেশ সংখ্যা ৭৩ দ্বারা স্থানীয় পরিদর্শন সম্পর্কিত কিছু বিষয় বিবেচনা করার আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যেহেতু আবেদনকারীরা ট্রাইব্যুনালের কাছে সময় চেয়েছিলেন, কারণ তারা উপরোক্ত আদেশ সংখ্যা ৭-কে চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ৭২ এবং ৭৩, ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের উপর ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের ৭৪ সংখ্যা পূর্বোক্ত বিতর্কিত আদেশ দ্বারা স্থগিতাদেশ চাওয়ার জন্য খরচ আরোপ করে।

৬ উপরোক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা এই আদালতের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেনঃ-

(ক) বিশেষ আদালত (ভবন) কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (এরপরে কেএমসি নামে পরিচিত) কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশ থেকে আপিল উত্থাপিত হয়, যার অননুমোদিত নির্মাণের কারণে কোনও অভিযোগ গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই

(খ) আবেদনকারীরা ডিজিটাল মানচিত্রের অনুলিপি পাওয়ার অধিকারী

(গ) পৌর ভবন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা পর্যালোচনা/সংশোধন আবেদনে আবেদনকারীদের উত্থাপিত দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয়নি এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্বিচারে খরচ আরোপ করা

৭. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সন্দীপ কুমার দে দাখিল করেন যে, অর্থ প্রদানের বিপরীতে অননুমোদিত নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ উভয় কাজই অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত এবং তাই বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং কলকাতা পৌরসংস্থাকে উক্ত দুষ্টুমিকে রক্ষা করার জন্য একই নৌকায় থাকতে হবে।

৮ তিনি আরও বলেন, ২০০৬ সালের ১২ই জুলাই বিশেষ আধিকারিক (ভবন) কে. এম. সি শুল্ক প্রদানের মাধ্যমে অননুমোদিত নির্মাণকে নিয়মিত করেছিলেন, যদিও এই সময়ের মধ্যে আইনটি স্থির হয়ে গেছে যে কে. এম. সি-র এই বিশেষ আধিকারিকের (ভবন) কে. এম. সি আইন, ১৯৮০-এর ৪০০ (১) ধারার অধীনে কার্যধারা সম্পর্কিত বিষয়গুলি গ্রহণ এবং/অথবা শুনানির কোনও এখতিয়ার ছিল না কারণ তিনি ২০১৫ সালে ৪০০ ধারা সংশোধনের আগে কে. এম. সি-র কর্মকর্তা এবং/অথবা কর্মচারী ছিলেন না। তাই পৌর কমিশনার ১৯৮০ সালের কে. এম. সি আইনের ৪৮ ধারার অধীনে কে. এম. সি-র বিশেষ আধিকারিককে (ভবন) তাঁর ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেননি। তদনুসারে, ২০০৬ সালের ১২ই জুলাই কে. এম. সি-র বিশেষ আধিকারিক (ভবন) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল এবং এখতিয়ারের অন্তর্নিহিত অভাবে ভুগছে। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, বিচারহীনতার প্রশ্নটি কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে এমনকি জামানত কার্যধারার প্রসিকিউশনের পর্যায়েও নেওয়া যেতে পারে।

৯. আবেদনকারীদের পক্ষে শ্রী দে আরও যুক্তি দেখান যে, বর্তমান আবেদনটি ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি কার্যধারা হওয়ায় বিশেষ আধিকারিক ১২ জুলাই, ২০০৬ তারিখের আদেশটি পাস করার এখতিয়ারহীন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আবেদনকারী **সুষমা সাহা বনাম কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ২০১৫ সালে (৫) সিএইচএন ৩০৯**-এ রিপোর্ট করেছিল এবং এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আরেকটি রায়, **বীণা সাহা বনাম কলকাতা পৌর কর্পোরেশন** এবং অন্যান্য মামলায় সুষমা সাহার রায়ের উপর নির্ভর করে (২০২৩ সালের ম্যাট ১৩২৫)।

১০ এছাড়াও আবেদনকারীদের এই যুক্তির সমর্থনে যে কোনও কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে করম বিচারহীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, আবেদনকারীরা হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম আজমের বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেডের (২০১৯) ১৭ এস. সি. সি ৮২-এ রিপোর্ট করা শীর্ষ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

১১ বিরোধী পক্ষ সংখ্যা ১-এর পক্ষে উপস্থিত শ্রী রতুল দাস লার্নড কাউন্সেল জমা দিয়েছেন যে অন্তর্বর্তী আদেশ থেকে উদ্‌ভূত আবেদনের কারণে তাত্‌ক্ষণিক আবেদনটি রক্ষণযোগ্য নয়। আবেদন সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে আপিলের কোনও চূড়ান্ত রায় হয়নি। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আদেশটি খালি পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে যে আদেশটি যথাযথ মানসিক প্রয়োগ এবং আবেদনকারীদের পক্ষে করা সমস্ত জমা বিবেচনা করে পাস করা হয়েছে। কেবল আবেদনকারীর করা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রাণ প্রদান করতে অস্বীকার করার কারণে, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৭-এর অধীনে তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ারের আহ্বান করা যাবে না।

১২ শ্রী দাস আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী এখানে কেএমসি-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বিশেষ কর্মকর্তা পরিদর্শন করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১২ জুলাই, ২০০৬ তারিখের আদেশটি পাস করেছিলেন। আবেদনকারী বিশেষ আধিকারিকের (বিল্ডিং) এক্তিয়ার সম্পর্কিত বিষয়টি উত্থাপন করতে পারবেন না যার সামনে মূল কার্যধারা শেষ হয়েছিল। আবেদনকারী কখনই যথাযথ ফোরামের সামনে এক্তিয়ারের বিষয়টি উত্থাপন করেননি এমনকি তিনি বর্তমান পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে বিশেষ আধিকারিকের (বিল্ডিং) এক্তিয়ারের বিষয়টিও এড়িয়ে যাননি এবং এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ২১ (২) এর বিধানের পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে তিনি ২০১৭ সালের এস সি সি অনলাইন ক্যাল ৬৭১৭ (**শ্রী নিখিল চন্দ্র দা বনাম আসানসোল পৌর কর্পোরেশন এবং অন্যান্য**) -এ প্রকাশিত রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীর উপরোক্ত যুক্তিও মওকুফ, সম্মতির নীতি দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

১৩ বিরোধী পক্ষ সংখ্যা ২/কেএমসি-র পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী আলোক কুমার ঘোষ বলেন যে আবেদনকারীরা পুরো কার্যধারায় অংশ নিয়েছিলেন, আবেদনকারীদের পক্ষে এই পর্যায়ে ফিরে যাওয়া উন্মুক্ত নয় এবং বিশেষ আধিকারিক ভবনের এখতিয়ারের প্রশ্নটি এই বিলম্বিত পর্যায়ে উত্থাপিত করা যায় না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কার্যত মতবাদটি খুব বেশি প্রযোজ্য এবং তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন।

(i) অমলেশ আদোক এবং অন্য বনাম কেএমসি এবং অন্যান্যরা, ২০১৪ সালের ডব্লিউপি সংখ্যা ৮২৪।

(ii) মো. আইয়ুব এবং অন্য একজন বনাম এই আদালতের ২০১৫ সালের পৌর কমিশনার এবং কেএমসি এবং অন্যান্য, সিও ৩৭২২।

(iii) আরই-তেঃ দিলীপ রঞ্জন চ্যাটার্জি, ১৯৯২ (১) সিএইচএন পৃষ্ঠা ২১০।

(iv) ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম এস. এস. শ্রীনিবাসন, ২০১২ ৭ এসসিসি ৬৮৩।

(v)

১৪. তদনুসারে শ্রী ঘোষ আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে কার্যধারার জন্য একটি চূড়ান্ততা থাকতে হবে এবং সমস্ত সম্ভাব্য ফোরামের সামনে সুযোগ নেওয়ার পরে আবেদনকারীদের উদ্দেশ্য অনুসারে আবেদনকারীকে যখনই এবং যেখানেই সুবিধাজনক সেখানে তার নিজের ইচ্ছায় আসার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি **২০১৮ সালের শ্রীমতী সারদা দেবী বনাম পৌর কমিশনার (কেএমসি) সি.ও. ১৫৪১** মামলায় এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চের রায়ের উপরও নির্ভর করেছিলেন। শ্রী ঘোষ আরও বলেন যে কেএমসি কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর আবেদনকারীকে ডিজিটাল মানচিত্র সরবরাহ করা যেতে পারে।

১৫ আমি দলগুলোর দ্বারা জমা দেওয়া বিবেচনা করা হয়েছে।

১৬ কে এম সি আইনের ৪৮ ধারাটি নিম্নরূপ: -

৪৮. ক্ষমতা ও কার্যাবলী অর্পণঃ-(১) কর্পোরেশনগুলি প্রস্তাবের মাধ্যমে, প্রস্তাবটিতে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এমন শর্ত সাপেক্ষে, তার যে কোনও ক্ষমতা বা কার্যাবলী মেয়র-ইন-কাউন্সিলের কাছে অর্পণ করতে পারে।

(২) মেয়র-ইন-কাউন্সিল আদেশ দ্বারা, আদেশে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এমন শর্ত সাপেক্ষে, মেয়র বা পৌর কমিশনারের কাছে তার যে কোনও ক্ষমতা বা কাজ অর্পণ করতে পারেন।

(৩) এই বিষয়ে মেয়র-ইন-কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী আদেশ সাপেক্ষে,-

(ক) আদেশে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে, মেয়র আদেশ দ্বারা ডেপুটি মেয়র বা পৌর কমিশনারের কাছে তাঁর যে কোনও সম্পত্তি বা দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন;

(খ) পৌর কমিশনার আদেশ দ্বারা, আদেশে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে, তাঁর যে কোন ক্ষমতা বা কার্যাবলী [ধারা ৩৯৭, ধারা ৪০০-এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ৪১১-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে কার্যাবলীর ক্ষমতা সহ] অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্পোরেশনের কোন কর্মচারীকে অর্পণ করতে পারবেন; এবং

(গ) পৌর কমিশনার ব্যতীত কর্পোরেশনের অন্য কোন কর্মকর্তা আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, তাঁর অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকে তাঁর ক্ষমতা বা কার্যাবলী অর্পণ করতে পারবেন।

(৪) এই ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৩)-এর দফা (গ)-এ উল্লিখিত মেয়র, মেয়র, পৌর কমিশনার বা অন্য কোনও আধিকারিক -

(ক) এই ধারার অধীনে তার বা তার যে কোনও ক্ষমতা বা কাজ তাকে অর্পণ করা হয়েছে, অথবা

(খ) এর বা তার ক্ষমতা বা কার্যাবলী যা নির্ধারিত হতে পারে।

১৭ অসংশোধিত ধারা ৪০০ (১) সহ পঠিত পূর্বোক্ত বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে ২০০৬ সালে, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কে এম সি আইনের ধারা ৪০০(১) এর অধীনে শুধুমাত্র কে এম সি-এর অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। যাইহোক, ২০১৫ সালে ধারা ৪০০(১) এ একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল যা পৌর কমিশনারকে রাজ্যের অনুমোদনের সাথে তার দ্বারা নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিককে প্রথম বিধান এবং উপ-ধারার ৩য় বিধানের অধীনে তার ক্ষমতা ও কার্যাবলী অর্পণ করার ক্ষমতা দেয় সরকার ।

১৮ ২০০৬ বছরের যখন অননুমোদিত নির্মাণের নিয়মিতকরণের আদেশ ছিল এটি বিতর্কিত নয় যে প্রাসঙ্গিক সময়ে পাশ হয়ে গেলে, বিশেষ আধিকারিক (ভবন) কে. এম. সি-র কোনও আধিকারিক বা কর্মচারী ছিলেন না এবং পৌর কমিশনারকে সেই সময়ে প্রচলিত আইনের অধীনে কে. এম. সি আইনের ৪৮ ধারার সঙ্গে পঠিত ৪০১ (১) ধারার অধীনে তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশেষ আধিকারিককে (ভবন) অর্পণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যদি তা-ই হয়, তা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্ন উঠে আসে যে, বিশেষ আধিকারিকের (ভবন) কে. এম. সি আইনের ৪০১ (১) ধারার বিধানের অধীনে অর্থ প্রদানের বিরুদ্ধে অননুমোদিত নির্মাণকে নিয়মিত করার কোনও এখতিয়ার ছিল কি না। যেহেতু এটি অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের অভাবের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্ন কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে খুব ভালভাবে উত্থাপিত হতে পারে। **হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম আজমের বিদ্যুৎ লিমিটেড, রিপোর্ট করা হয়েছে (২০১৯) ১৭ এস. সি. সি ৮২ সুপ্রিম কোর্ট ১৭ অনুচ্ছেদে** বিশেষভাবে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

> "১৭. আমাদের অভিমত হল যে এটি একটি স্থায়ী আইন যে যদি এখতিয়ারের অন্তর্নিহিত অভাব থাকে, তবে আবেদনটি যে কোনও পর্যায়ে এবং জামানত কার্যধারাতেও গ্রহণ করা যেতে পারে। এই আদালত কিরণ সিং বনাম চমন পাসোয়ান [কিরণ সিং বনাম চমন পাসোয়ান, (১৯৫৫) ১ এসসিআর ১১৭: এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৩৪০] মামলায় নিম্নরূপ রায় দিয়েছিলঃ (এসসিআর পৃ. ১২১: এআইআর পৃ. ৩৪২, অনুচ্ছেদ ৬)
>
> "৬... এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মৌলিক নীতি যে এক্তিয়ারবিহীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি একটি বাতিলতা, এবং যখনই এবং যেখানেই এটি প্রয়োগ বা নির্ভর করার চেষ্টা করা যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের পর্যায়ে এবং এমনকি জামানত কার্যধারাতেও এর অবৈধতা স্থাপন করা যেতে পারে। এক্তিয়ারের একটি ত্রুটি, তা সে আর্থিক বা আঞ্চলিক হোক, বা পদক্ষেপের বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক, কোনও ডিক্রি পাস করার জন্য আদালতের কর্তৃত্বের উপর আঘাত করে এবং এই ধরনের ত্রুটি পক্ষগুলির সম্মতিতেও নিরাময় করা যায় না।" এখন বিবেচনাধীন প্রশ্নটি যদি কেবলমাত্র বিষয়টিকে পরিচালনাকারী সাধারণ নীতিগুলির প্রয়োগের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, তবে কোনও সন্দেহ নেই যে মংহিরের জেলা আদালত বিচারহীন ছিল এবং এর রায় ও ডিক্রি বাতিল হবে।

১৯ বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী পক্ষগুলি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছে যে আবেদনকারী এর আগে এখতিয়ারের বিষয়টি নেননি বা বিলম্বিত পর্যায়ে তাকে এখতিয়ারের বিষয়টি নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না, তার কোনও ভিত্তি নেই কারণ প্রশ্নটি বিশেষ আধিকারিকের (ভবন) এই ধরনের আদেশ পাস করার কর্তৃত্বের উপর আঘাত করে এবং এই ধরনের ত্রুটি নিরাময়যোগ্য নয়।

২০. যে বিশেষ আধিকারিক (ভবন) অর্থ প্রদানের বিপরীতে অননুমোদিত নির্মাণকে নিয়মিত করার জন্য ১২ই জুলাই, ২০০৬ তারিখের আদেশ পাস করেছিলেন, তিনি স্বীকারযোগ্যভাবে কেএমসি-র কোনও কর্মচারী বা আধিকারিক ছিলেন না। তদনুসারে পৌর কমিশনারের সেই বিশেষ আধিকারিককে প্রাসঙ্গিক ক্ষমতা অর্পণ করার কর্তৃত্ব ছিল না, কারণ পৌর কমিশনারের সেই সময়ে প্রচলিত আইনের অধীনে উক্ত বিশেষ আধিকারিককে প্রাসঙ্গিক ক্ষমতা অর্পণ করার সক্ষমতা ছিল না।

২১ সুষমা সাহা বনাম কলকাতা পৌর কর্পোরেশন মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ ২০১৫ সালে এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৬১৯৮-এ অনুরূপ প্রেক্ষাপটে এই মতবাদটি বিবেচনা করে বলেছিল যে, যেখানে কোনও পদ রয়েছে সেখানে প্রকৃত মতবাদের প্রয়োগযোগ্যতা রয়েছে, তবে যে ব্যক্তিকে এই পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি আইনত নিযুক্ত নন এবং তাঁর নিয়োগকে বাতিল ঘোষণা করার আগে তাঁর দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত এবং আদেশগুলি এই মতবাদের অধীনে সংরক্ষিত রয়েছে। পুলিন বিহারী দাস বনাম দয়ালু সম্রাট ১৬ সি. ডব্লিউ. এন ১১০৫-এ বর্ণিত হিসাবে জনসাধারণ এবং ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য নীতি ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় হিসাবে কার্যত মতবাদটি আইনি পরিভাষায় চালু করা হয়েছে যেখানে সেই স্বার্থগুলি বেআইনী কর্মকর্তা না হয়ে কোনও অফিসের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির সরকারী কাজে জড়িত ছিল। উক্ত রায়ে আদালতও ২৭ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেঃ-

> ২৭. আমি ভয় পাচ্ছি যে, এই মতবাদটি এমন কোনও ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা যেতে পারে কি না যেখানে এই পদটি অস্তিত্বহীন এবং আইনের কর্তৃত্ব ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে এবং এই পদে নিযুক্ত ব্যক্তি এই পদে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। পুষ্পদেবী এম. জাতিয়া বনাম এম. এল. ওয়াধওয়ানের (১৯৮৭) ৩ এস. সি. সি ৩৬৭-এর ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ থেকে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি আরও শক্তিশালী হয়, যেখানে এটি ছিল –
>
> ২১. আমরা অন্য কোনও কারণে বিদ্বান পরামর্শদাতার জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণ করতে পারি না। যেখানে আইনের অধীনে কোনও পদ বিদ্যমান, সেখানে তার কাজের বৈধতা যতদূর সম্ভব, তার নিয়োগ কীভাবে

করা হয় তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা যথেষ্ট যে তিনি অফিসের প্রতীক চিহ্নটি পরেছেন, এবং তার ক্ষমতা এবং কার্যাবলী প্রয়োগ করে। এই ধরনের ব্যক্তিদের সরকারী কাজগুলি কার্যত মতবাদের অধীনে বৈধ হিসাবে স্বীকৃত, অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি এবং অন্তহীন দুষ্টুমি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং জননীতি থেকে জন্মগ্রহণ করে। গোকারাজু রাঙ্গারাকুজু মামলায়, জে চিন্নাপ্পা রেড্ডি, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই মতবাদটি জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য নীতি এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয় হিসাবে খোদাই করা হয়েছিল। তিনি স্যার আশুতোষ মুখার্জির রায় থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করেছেন, জে পুলিন বিহারী দাস বনাম রাজা সম্রাট ৫৭৪ পৃষ্ঠায়ঃ

বিষয়টির সারমর্ম হল যে, জনসাধারণ এবং ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য নীতি ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় হিসাবে প্রকৃত মতবাদটি আইনে প্রবর্তন করা হয়েছিল, যেখানে সেই স্বার্থগুলি বৈধ কর্মকর্তা না হয়ে কোনও অফিসের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদের সরকারী কাজে জড়িত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদটি আইনের আধিপত্য বজায় রাখতে এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়।

পণ্ডিত বিচারক পি, গোবিন্দান নার, জে এর রায় থেকে নিম্নলিখিত অংশের উপর নির্ভর করেছিলেন পি. এস. মেনন বনাম কেরালা রাজ্য পৃষ্ঠা ১৭০:

এই মতবাদটি জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য নীতি এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয় হিসাবে খোদাই করা হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে আইনের কঠোর দৃষ্টিকোণ থেকে একজন আধিকারিকের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদের সরকারী কাজে জড়িত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছিল। তবে যদিও এই আধিকারিকরা বিচার বিভাগীয় আধিকারিক নন, তারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির কারণে, প্রকৃতপক্ষে, যাঁদের কাজ, জননীতি বৈধ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

২২ উক্ত রায়ে সমন্বিত বেঞ্চ **গোকা রাজু রাঙ্গা রাজু বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের** উপর নির্ভরশীলতা রাখেনি। (১৯৮১) ৩ এস. সি. সি ১৩২-এ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য রিপোর্ট করেছে যে, এমনকি উক্ত মামলায় শীর্ষ আদালত স্পষ্ট ভাষায় এমন একটি মামলার ক্ষেত্রে ডিফ্যাক্টো মতবাদের কার্যকারিতা বাদ দিয়েছে যেখানে পদের গঠন নিজেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অভিযুক্ত আদেশটি টেকসই নয় এবং বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারী আমাকে আরও জানিয়েছে যে, সুষমা সাহার (সুপ্রা) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু শীর্ষ আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে। এরপরে কেএমসি একটি পর্যালোচনা আবেদন দাখিল করে কিন্তু তারা উক্ত পর্যালোচনা আবেদনটি নিয়ে এগিয়ে যায়নি।

২৩ এই রায়ের পর এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ হল বিনা সাহ বনাম কলকাতা পৌর কর্পোরেশন, ২০২৩ সালের ১৩২৫ সংখ্যা ম্যাট। একই অনুসন্ধানে এসে আপিলের অনুমতি দেওয়ার আদেশটি বাতিল করে দেয়।

২৪ যতদূর পর্যন্ত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, ততদূর পর্যন্ত **জাট সিং এবং অন্যান্য বনাম ডেটের পৌর কর্পোরেশন এবং অন্যান্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ৩৮৫**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৪২ নিম্নরূপঃ-

> ৪২. নিঃসন্দেহে, যখনই, যেখানেই অবিচার পাওয়া যায়, হাইকোর্টের সেখানে পৌঁছনোর ক্ষমতা রয়েছে। ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের পরিধি ও পরিধি নিয়ে এস্ট্রালা রাবার বনাম দাস এস্টেট (পি) লিমিটেড-এ আলোচনা করা হয়েছিল। [(২০০১) ৮ এসসিসি ৯৭] যেখানে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ (এসসিসি পিপি। ১০১-০২, অনুচ্ছেদ ৬)
>
> ৬. ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও হাইকোর্টের ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগের সুযোগ ও পরিধি এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্যে নিম্নমানের আদালত ও ট্রাইবুনেলগুলিকে তাদের কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে রাখা এবং তারা যাতে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বা প্রয়োজনীয় দায়িত্ব আইনী পদ্ধতিতে পালন করে তা দেখার জন্য হাইকোর্টের একটি কর্তব্য রয়েছে। অধস্তন আদালত বা ট্রাইবুনেলের এক্তিয়ারের সীমার মধ্যে করা সমস্ত ধরণের কষ্ট বা ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধন করার জন্য হাইকোর্টের কোনও সীমাহীন বিশেষাধিকার নেই। এই ক্ষমতা প্রয়োগ এবং আদালত বা ট্রাইবুনেলের আদেশে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্যের গুরুতর অবহেলা এবং আইন বা ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, যেখানে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ না করলে একটি গুরুতর অবিচার অপরিশোধিত থাকে। এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে এই অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ করার সময় হাইকোর্ট আপিল আদালত হিসাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না বা কোনও ত্রুটি সংশোধন করার জন্য অধস্তন আদালতের পরিবর্তে তার নিজস্ব রায় প্রতিস্থাপন করতে পারে না, যা রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট নয়। উচ্চ আদালত নিম্নমানের আদালত বা ট্রাইবুনেলের তথ্যের অনুসন্ধানগুলি বাতিল বা উপেক্ষা করতে পারে, যদি ন্যায়সঙ্গত করার মতো কোনও প্রমাণ না থাকে বা ফলাফলটি এতটাই বিকৃত হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি সম্ভবত এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না, যা আদালত বা ট্রাইবুনেল এসেছে।

২৫ অমলেশ আদাক (উপরোক্ত) মামলার ২ সংখ্যা বিপরীত পক্ষের উপর নির্ভর করা রায়টি বর্তমান মামলার সাথে বাস্তবিকভাবে ভিন্ন কারণ উক্ত মামলায় আপিলের সিদ্ধান্ত অবশেষে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমান মামলায় আপিল বিচারাধীন রয়েছে। তাছাড়া এই ধরনের পর্যবেক্ষণ যা অনেক আগে পাস করা হয়েছিল তা হিন্দুস্তান জিঙ্ক মামলায় (উপরে) গৃহীত পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে। উক্ত রায়টি ২০১৬ সালের সংশোধনীর আগে পাস করা হয়েছিল এবং তাই প্রযোজ্য নয়। মো. আইয়ুবের মামলা (উপরে) এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু পর্যবেক্ষণটি রায়ের ১৭ অনুচ্ছেদে করা তিনটি বিচারপতির বিপরীতে চলে হিন্দুস্তান জিঙ্ক মামলার (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে

সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। দিলীপ রঞ্জন চ্যাটার্জির মামলা (উপরে উল্লিখিত) বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নয় কারণ এটি ১৯৯১ সালে বিধি প্রণয়নের আগে পাস করা হয়েছিল। সারদা দেবী মামলা (উপরে উল্লিখিত) একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনের সাথে সম্পর্কিত এবং ভারত সরকার এবং অন্যান্যদের (উপরে উল্লিখিত) রায় বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নয়, উল্লিখিত রায়ের ৯৫১ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে আলোচিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে।

২৬. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই যে, ২০০৬ সালের ১২ই জুলাই বিশেষ আধিকারিক (ভবন) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল এবং সেই অনুযায়ী এটি বাতিল করা হয়েছে। তবে এই আদেশটি কেএমসি-কে আইন অনুসারে বিতর্কিত নির্মাণের বিরুদ্ধে নতুন করে এগিয়ে যেতে বাধা দেবে না। যেহেতু কেএমসি-র অভিমত যে বিতর্কিত নির্মাণটি অননুমোদিত, তাই তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং আইন অনুসারে তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যাওয়া উচিত।

২৭ ২০১৫ সালের সি. ও. ৪৪২০ সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে ।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার জন্য পক্ষগুলিকে ।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly